প্রথম প্রকাশ। ফাল্গুন ১৩৫৮

প্রকাশক। দেবকুমার বসু

বিশ্ববিজ্ঞান। ৯|৩ টেমার লেন। কলিকাতা ৯

মুদ্রক। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাঃ লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ। গণেশ বসু

## সূচীপত্র

## সূচীপত্র

# ইস্তাহার

এই কবির

মুলাখিম শহর

কাদামাটির দুর্গ

## মুখবন্ধ

আমার কবিতাগুচ্ছ মুঠো মুঠো জ্বলন্ত অঙ্গার,
সৈনিকের অস্ত্রাগারে ইস্পাতের উজ্জ্বল তলোয়ার
ছত্রে ছত্রে স্বীকৃত জীবনের সত্য অঙ্গীকার,
দুর্বলের দরিদ্রের নিজস্ব কঠিন হাতিয়ার।

আমার কবিতা বিংশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষ দর্পণ,
আধ্যাত্মিক জীবনের বেদান্তের সহজ দর্শন।
কোমল কুসুম সুষমায় মাখা চন্দ্রমহিমা,
পাশাপাশি কামানের রকেটের শৌর্য গরিমা।

তোমাদের দ্বারে দ্বারে আমি কবি নিত্য অতিথি,
তোমাদের সুখ দুঃখ পরিণয় জন্ম মৃত্যু তিথি
আমার কবিতা রাখে সযতনে মালিকায় গেঁথে ;
আমি থাকি তোমাদের আঁতুড়ে বাসরে শ্মশানেতে।

আমি কবি তোমাদের একান্ত আপনার জন,
আমার কবিতা চায় বিশ্বজনে করিতে আপন।

# ইস্তাহার

পৃথিবীর নানা প্রান্তে শোষণের ভয়ঙ্কর ছবি
দেখে, আজ আমি এক বিদ্রোহী বিপ্লবী কবি,
আমার বুকের রক্তে লিখি লাল লাল ইস্তাহার।
দুর্ভিক্ষে যুদ্ধে রোগে অনশনে মানি নি তো হার,
মিছিলের পুরোভাগে করি আজ জেহাদ ঘোষণা,
আমি তো জানি না, বন্ধু, নত শির কাতর প্রার্থনা।

যে সকল বজ্র মুঠি কেড়ে নিয়ে অন্ন বারবার
দুর্বলের ভগ্ন প্রাণে জাগায় ক্ষুধার হাহাকার,
আমার এ মেরুদণ্ডে উষ্ণ রক্তে অশান্ত প্রবাহ
সেই লোভী জিহ্বাকে জিঘাংসায় করবেই দাহ।

দেয়ালে দেয়ালে লেখা আমার জ্বলন্ত ইস্তাহার
সাক্ষ্য দেবে অন্যায়ের ইতিহাসে। ঘৃণ্য অত্যাচার,
অবিচার অনশনে নিঃস্ব পঙ্গু দুঃস্থ দিশাহারা
নিত্য বঞ্চিতের প্রতি সান্ত্বনার ধূর্ত ইসারা
তাহাদের প্রলুব্ধ করে, যারা ক্লীব মূর্খ পদানত
যুগে যুগে অপদস্থ, অপমানে অতি মর্মাহত ;
আমি কভু সেই দলে লিখি না তো পাগলের নাম,
তাদের বেদনা দুঃখ বঞ্চনা, আমি জানতাম !

আমি লিখি ইস্তাহারে শুধু তাহাদেরই সব কথা,
যাদের চায় না কেউ, যাদের জীবনে ব্যর্থতা ;
সেই সব প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্ষুব্ধ কঙ্কাল
আপন অস্থি দিয়ে ভাবীকালে জ্বালবে মশাল।

## মশাল

মশাল জ্বলছে পৃথিবীর মুখে। রক্তমশাল।
আগ্নেয়গিরি ফুটন্ত লাভা ঢালে লাল লাল।
পাহাড় ফেটেছে চৌচির উত্তপ্ত রোদে,
জঠর জ্বলছে কঠোর ক্ষুধায়, দারুণ ক্রোধে।

সংজ্ঞা খুঁজছো কঙ্কালটার অভিধান জুড়ে?
দেখাব বুকের ঝাঁজরা পাঁজরা নখাগ্রে খুঁড়ে?

ভয় কি মানুষ, মানুষের এই হাড় মাস দেখে,
লোনা রক্ত ও স্বাদহীন মেদ দেখ না চেখে!
লকলকে লোভী জিভ খাক হবে মশালে জ্বলে,
লক্ষ মশাল জ্বলছে, জানো কি, বক্ষতলে!

## জনতা

জনতার দেহে আজ প্রাণের সঞ্চার দেখি গ্রামে শহরে
অফিসে কাছারিতে কলে কারখানায় স্কুলে কলেজে রাজপথে ;
গণতন্ত্রের সংজ্ঞা সাম্যবাদ আজ দেয়ালের পরিচিত লিপি,
তাই সমাজ ব্যবস্থার চাই আশু পরিবর্তন।

এই উপমহাদেশে আজ এত দিনে রীতিমত কায়েম হল জনতার রাজ।
ছোট বড় উঁচু নীচু রোড রোলারের তলে পিষ্ট দলিত একাকার।
ফানুষের মতো ফাঁকা ঠুনকো বুলির ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ে,
সখের নেতাদের স্বার্থপর পুরনো কারসাজির দিন খতম হয়েছে।

এবার বন্ধু, শ্রমের কড়ি দিয়ে কেনো তোমাদের অন্ন বস্ত্র,
যথারীতি বংশানুক্রমিক শোষণের মহার্ঘ রক্তের দামে নয়।
ব্যাঙ্কের লেজারে কাগজে কালিতে তোমাদের কোটি টাকার হিসেব
কোন আগন্তুক সকালে বাজেয়াপ্ত হলে বিস্মিত হয়ো না, বন্ধু !
অনেক দিনের জমানো দুধ ক্ষীর মাখন এত কাল খেয়েছ,
এবার জনতার মাঝে সকলের পাশে বসে ডাল রুটি খাও।
মনে রেখ বন্ধু, বাড়তি বিত্ত আনে বাড়তি রক্তচাপের রোগ ;
বিত্তহীনের অকালমৃত্যু বিরল, যেমন মাথাহীনের থাকে না মাথাব্যথা।

দিন আনা দিন খাওয়ার বাঁধাধরা সরল কাঠামোয়
ভেদাভেদের বিরাট ফাঁক ক্রমে ক্রমে ভরাট হয়ে আসে।
আজকের জনতার মুক্ত আদালতে সাম্যের আইনে বাঁধা
এই উপমহাদেশে এক জাতি। একতা।

আজকের জাতীয় জীবনে ভাঙাগড়ার নিত্য খেলায়
পরম শত্রু সংক্রামক ব্যাধির মতো ঘৃণ্য মারাত্মক আক্রমণে
বুভুক্ষিত বন্যার মতো সমাজের স্তরে স্তরে ক্ষয়িষ্ণু আস্তানা পাতে
নিদারুণ দারিদ্র্যের পচনশীল ক্ষতগ্রস্ত নিষ্ঠুর অভিশাপ।

তাই বৈশাখের খরতর রুদ্র রৌদ্র দহনে ভস্মীভূত হয়ে যায়
গণজীবনের মূল মর্মকথা ; প্রতিভার যোগ্যতার সাফল্যের উজ্জ্বল মানদণ্ড
বেসামাল দারিদ্র্যের দমকা ঝড়ে কালে কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়।
কত মূল্যবান প্রাণ নিঃশেষিত, কত মহান আত্মা লাঞ্ছিত লুন্ঠিত হয়,
সাধু আর শয়তানের ঐতিহাসিক উপাধিতে স্বচ্ছ তুলনা আনে
নিশি শেষের চরম ব্যর্থতা হতাশা অথবা বিকৃত মনোবৃত্তির বিকাশ।

দুর্বাসার কঠিন অভিশাপ যেন দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের ভাষা,
ভিক্ষা প্রতারণা আত্মদহন অথবা আত্মহত্যা কখনও পথের সম্বল ;
কারণ দিনরাত মাটি কেটে পাথর ভেঙ্গে বোঝা বয়ে, তবু মেলে না
পেট ভরার মতো দু মুঠো ভাত, দুখানা রুটি কিংবা তৃষ্ণার জল।
স্নেহপুত্তলিকা রুগ্ন উলঙ্গ শিশুর ভাগ্যে বার্লি জোটে না,
পরম আদরের সোমত্ত বৌয়ের নেই পরনের এক টুকরো শাড়ী,
বেড়া ভাঙ্গা মাটির ঘরের জীর্ণ চালে নেই ছাউনির পাতা,
দারুণ খরায় মাঠের ফাটল বাড়ে, গোয়ালের বলদ মরে অনাহারে,
বাকি খাজনার দায়ে ঘরবাড়ী ঘটি বাটি মান ইজ্জত প্রাণটুকু পর্যন্ত
প্রতি বছরই মহাজনের হাতের মুঠোর মধ্যে অনায়াসে বাঁধা পড়ে।

জনজীবনের এই সব মামুলি কথা কে কবে শুনতে চায় ?
কোন হৃদয়বান বোঝে সর্বহারাদের এই চিরাচরিত দুঃখ ?
তথাকথিত ভদ্র সভ্য সমাজের চোখে অনীপ্সিত নোংরা জঞ্জাল
এই উপমহাদেশের উপেক্ষিত জনগণের যে বিরাট অংশ,
তারাই কোটি কোটি দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত অবহেলিত নগণ্য মানুষ ;
তবু দেশ সংগঠনে তাদের সস্তা জলবৎ রক্তের বিশেষ প্রয়োজন।

জনতার কণ্ঠে সংস্কারের সংগ্রামের উদার ডাক শোনা যায়,
সিভিল সাইরেণে দীর্ঘ দিনের ভয়াবহ কঠিন যুদ্ধের ঘোষণা,
জনগণের আশু পরম বৈরী দারিদ্র্যকে নিঃশেষিত করে মুছে দাও !

এবার তাই ধনী বন্ধুদের সন্ধির হাত উদারতায় প্রসারিত হোক !
যা কিছু সঞ্চিত রয়েছে তাদের গোপন ভারী ভাণ্ডে, সমানভাগে

পুরনো দিনের পাওনার খতিয়ানে নির্ভুল গাণিতিক হিসেবে
আসরের সকলের মাঝে এনে সমানভাবে দিতে হবে বেঁটে,
সেই হবে দারিদ্র্যের সংগ্রামের স্বয়ংক্রিয় চরম সংহার হাতিয়ার।

এ কথা তো মানো, এই উপমহাদেশ তোমার আমার এবং তাহাদের ;
এখানের গণ আদালতে এক জাতি সমতায় চাই একতা।

আজ সেই পরম লগ্ন এসেছে, বন্ধু। আর বৃথা দেরী নয়,
তোমাদের বৃহৎ প্রাসাদের অব্যবহৃত অখ্যাত কোন অন্ধকার কোণে
শত শত পথবাসী গৃহহীনের জন্যে সামান্যতম ঠাঁই চাই,
তোমাদের ভাঁড়ারের বাড়তি বাসি খাবারের অকৃপণ দানের দ্বারা
তাদের জলন্ত জঠরের ক্ষুধার দাবানলের নিবৃত্তি অবশ্যই হবে !
শুধু মনে রেখ, বন্ধু, এক জাতি। একতা।

## আদিম ও আগামী

আদিম, তুমি চলে গেছ বহু দূরেই আজ,
নাগাল তোমার পাবে না তো আর উড়োজাহাজ !
লাঙল তোমার মরচে ধরেছে,
বলদ তোমার, তাও তো মরেছে,
ট্রাকটার আনে ফসল দিন,
প্রবীণ গিয়েছে, প্রাক্তন নেই, এল নবীন।

আকাশ নীলিমা ভরে গেছে আজ কলের ধোঁয়ায়,
মাটি পুড়ে পুড়ে রূপ পেল আজ ইট খোয়ায়।
মানচিত্রের সীমারেখা আজ হল বদল,
চলমান এই পৃথিবীতে কিছু নহে অটল।
যুগের চাকায় মানুষেরা চলে,
জীবন চিনেছে ক্ষেত আর কলে,
তবুও ছেঁড়েনি মহামারী আর মৃত্যু ফাঁস,
জোড়াতালি দেওয়া এ জীবন যেন শুধু পরিহাস।

বহু দধীচির আত্মায় গড়া এই সমাজ
আশা উদ্যোগ সংগ্রাম নিয়ে জীবিত আজ।
অঙ্কুর কেউ বুনে গেছে এই মাটিরই বুকে,
আজ তারই গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে দুঃখে সুখে ;
আগামী পৃথিবী পাবেই তাহার সোনার ফসল,
কেমন করে আদিম তাকে বাঁধবে, বল !

# চোখ

মানুষের মুখে দেখেছি চোখ।  অদ্ভুত চোখ।
ক্ষুব্ধ আত্মা খর দৃষ্টিতে খোলে নির্মোক,
কোটরগত ফারনেস থেকে আগুন ঝরায়,
শান্ত সবুজ পৃথিবীর শোভা জ্বলে পুড়ে যায়।

অবুঝ শিশুর ক্ষুধার্ত চোখে অশ্রু ঝরে,
যুবকের চোখে হতাশাবহ্নি গরগরে।

উপোস ক্লিষ্ট প্রৌঢ়ের চোখ পেচকের মতো,
বৃদ্ধের চোখে তন্দ্রা নেমেছে, যেন সে মৃত।

প্রেয়সীর সেই মদনমুগ্ধ চোখের চাহনি গেল কোথায়?
আমার চোখের দৃষ্টিও দেখি জ্বলছে, হায়!

## জেহাদ

দিকে দিকে ওরা আঘাতে আঘাতে তোলে জেহাদ,
ভেঙ্গে পড়ে বুঝি শাসনের পুরাতন বনিয়াদ।
নিশানে নিশানে আন্দোলন তোলে মাথা,
বিক্ষুব্ধ হল গ্রাম শহর কলকাতা।

এক সাথে আজ মজুর কেরানী কৃষাণ ভাই
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছে, 'বাঁচতে চাই' !
দিকে দিকে জাগে মিছিলে মিছিলে জিন্দাবাদ ;
ওরা যে আজ ঘোষণা করেছে দারুণ জেহাদ !

পুরনো দিনের রঙটি বদল হয়েছে আজ,
বিদ্রোহী মনে বিপ্লব বীজ করছে কাজ,
জনতার দাবী, তার দাম দাও সবার আগে,
পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে দাও ভাগে ভাগে।

মালিক, দালাল, কালোবাজারীর গুপ্ত দল,
এবার করবে সব একে একে পালা বদল,
পুরনো দিনের বিদূষকের রঙিন বেশ
দিনের আলোয় আদালতে করবে পেশ।

## রাজনীতি

এতদিন জানতাম, রাজনীতি শুধুমাত্র সংসদ ভবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ;
কিন্তু আজ দেখি, রাজনীতির নামে মূর্তিরা নেমেছে রাজপথে ফুটপাথে,
রাজনীতির ছবি আঁকতে বোমা পিস্তল পাইপগান ছুরির ফলাকায়,
দেশের মানুষের তাজা রক্তে। ছন্নছাড়া পার্টি প্রীতির অদম্য মোহে
দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অন্ধ অন্ধকারে বিপুল আক্রোশে
নিতান্ত জুলুমের বশে ফয়সালা হয় অসঙ্গত রাজনৈতিক মতবাদ।

তারপর একদিন জনতা জাগে। সত্যের নির্ভীক আলোক বর্তিকা
যদিও কেউ আসে না দেখাতে ; বরং দালালের ক্রূর পরিহাস
তোমাকে আমাকে এবং সকলকে
ছেলেখেলার তামাসার মঞ্চে বোকা পুতুলের ছায়া বানাতে নিয়ত প্রয়াসী।
এই মর্মান্তিক প্রহসনের অর্থ, আপন মুণ্ড আপন হাতে কেটে
আপনার পায়েই নৈবেদ্যের ডালির মতো সমর্পণ করতে হয়।

জনতার জমজমাট আসরে মহামান্য সম্রাটসম যাদুকর নেতাদের
সচরাচর দর্শন মেলে না। প্রহরারত রুদ্ধ কক্ষে নিরাপদে বসে
পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে বিভ্রান্তিময় ছলাকলার অমূলক বিবৃতিতে
তাঁদের অস্তিত্বের দুর্বল প্রমাণ। দেশকে, অথবা দেশের মানুষকে
তারা কোনদিন কি ভালবেসেছে? আপন গদি অথবা দলমত,
সর্বোপরি স্বীয় উদরপূর্তি, ক্ষমতার প্রতিযোগিতামূলক মারাত্মক লড়াইয়ে
ছলে বলে কৌশলে ব্যালট বাক্সে বিজয়গৌরব অর্জনের বাহাদুরি
আপন বিশ্বের আধুনিকতম অভিধানে রাজনীতির অভিনব ব্যাখ্যা।

কিন্তু এই প্রহসনের শহীদ হতে আমরা কখনও চাই নি!
তোমাদের আমাদের এবং তাহাদের নিম্নতম চাহিদা ছিল :
শুধুমাত্র পেট ভরে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত, পরনের সামান্য আবরণ,
হতভাগ্য বংশধরদের জন্যে শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং সুস্থ জীবন ;
মানুষের উপযোগী মাথা গোঁজবার মতো এতটুকু স্থান,
আর প্রকৃত অর্থে আমাদের আপন দেশের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি।

## সঙ্কট

আমি জানতাম, বঞ্চনা ক্ষোভে ব্যাপক ধর্মঘট,
বেকারত্বের গণসমস্যা, খাদ্যের সঙ্কট,
নব বিপ্লবে আগ্নেয়গিরি ধূমায়িত ষড়যন্ত্রে,
কেমন করে তা রুখবে বন্ধু, কোন মহা যাদুমন্ত্রে ?

এই মহাদেশে কোটি মানুষের কোটি অনটন, দায়,
কোন কৌশলে নিমেষে তাদের সমাধান করা যায় ?
নীচের তলার অন্ধকারের দুঃসহ হাহাকারে
উপর তলার ঘুম ভেঙে যাবে, করাঘাত দ্বারে দ্বারে।
গৃহযুদ্ধের প্রয়োজন নেই ; বাঁচার চাহিদা পণ,
সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর পড়ে, সেটুকু হলে পূরণ।

আমি জানতাম, লোক গণনার হিসেবে রয়েছে ভুল,
প্রতি মুহূর্তে জন্মের হার ছাপিয়ে সীমানা কূল
আরও কোটি ছায়া কিলবিল করে, নাহি লেখাজোখা মাপ,
তারাই আবার আনবে যুদ্ধ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ।

## বন্যা

বন্যার জলে ভেসে গেছে সব ধানের চারারা ;
অনেক শ্রমের মূল্যে বোনে মাঠে রক্তের ধারা
দরিদ্র কৃষক তার সামান্য সম্পদ বেচে কিনে,
এখন মরতে হবে দুর্ভিক্ষের দুরন্ত দুর্দিনে।

জল নেমে গেলে, মাঠে জেগে ওঠে শুকনো ফাটল,
বুভুক্ষু গহ্বরে ওঠে ক্ষুধার উত্তাপে কোলাহল,
ধ্বংসের তাণ্ডবে চূর্ণ চৌচির বিচিত্র রুক্ষ রূপ
দেখে দেখে আতঙ্কে অন্তরাত্মা হয়ে আসে চুপ।

উপোসী বৌয়ের নেই, এমন কি, পরনের শাড়ী,
রুগ্ন শিশুর দুধ বার্লি নিয়ে তুচ্ছ কাড়াকাড়ি,
অন্ন নেই ঘরে, কানা কড়ি নেই কৃষকের হাতে,
দুঃখী কৃষক জানে, মৃত্যু আছে তাদের বরাতে।

মহাজন দুর্ভিক্ষে কখনও করে না তো ক্ষমা !
তার ঘরে চড়া দামে কৃষকের মাথা পড়ে জমা।
ভাগ্যের পরিহাসে খাদ্যের দারুণ অভাব,
মজুতদারের দ্বারে কঙ্কালের দ্রুত আবির্ভাব।

বন্যা কেন নিয়ে গেল শুধুই মাঠের যত ধান,
কেন সে নিল না এই কটিমাত্র হতভাগ্য প্রাণ !

## জবানবন্দী

আমরা অগ্রগামী। অগ্রদূতের সারথি।
উর্বর জীবনের স্বপ্নে কাটে আমাদের দিন।
এটুকু যেন আজন্ম কুড়িয়ে পাওয়া আশীর্বাদ ;
ভাঙা বাসরের জোড়াতালি দেওয়া
বেসুরো বাঁশীর ঝিমুনি আজ আমাদের ইঞ্জিনের স্টীম।
শিল্পের সংজ্ঞা আমরা জানি না, ইস্পাতের যুগে
হায়, খলিফাকে প্রতিবেশী করেছি।
আগুনে মেঘ ওড়ে যদি আকাশে আকাশে,
নেহাত উদাসী বাউলের মতোই একতারার চুম্বকে
চাতক পাখীর ঠোঁটে তাকে গ্রাস করি।
চাঁদের আলো ফুলের হাসির দিন ফুরিয়েছে। পুরোনো রঙে
তুলি আর ভেজে না ; ধানের চাষে এবার
বিদ্যুৎ চাই, ট্রাকটার চাই।
স্রোতস্বিনী ক্ষীণতর হয়ে আসে প্রতিদিন। আজ
ওপারের হাটের কৃত্রিম কোলাহল এপারে পৌঁছেচে,
কাঁপন লেগেছে তুরঙা নদীর বুকে। অবাক কাণ্ড!
আর্শিতে নিজেদের বিসদৃশ চেহারা চেনা যায় না ;
রঙ মাখা সঙের মতোই আমরা কিম্ভুতকিমাকার!
তুনিয়ার প্রগতির তরী আমাদের ঘাটের পাশে এলে ;
বোকা ছেলের হাতের মোয়ার মতো
আমরা বিমুগ্ধ চোখে তা দেখি, মাটির গন্ধ ভুলে।
তাই আমরা আজ তুর্বল বেকুব বিমূঢ়!
বিকৃত সূর্যের ছায়াই মাটিতে, শ্যামল বনানীতে ;
আজ আমরা কোন সার্কাসের পংগু 'ক্লাউন',
সুরার প্রলাপ বা রোমাঞ্চ কাহিনীর ভূমিকা ভুলে
শুনি কোন তুরন্ত আসামীর কয়েদ জীবনের ব্যর্থ জবানবন্দী।

## নেতা

জনতার স্রোতস্বিনী উত্তাল জোয়ারের টানে
ভাসমান রাজনীতির পালে লাগে নতুন হাওয়া ;
উজান স্রোতের মুখে তাই দিক্‌হারা নেতা
সাফল্যের পথ খোঁজে নতুন ধারায়, নতুন ভাবনায়।
জীর্ণ অট্টালিকার প্রাচীন বনিয়াদে যেমন করে জন্ম নেয়
ভাঙনের কুটিল কুচক্রী দুঃস্বপ্নের দল,
জনতার মনের রন্ধ্রে নব আবিষ্কারে তেমনি দ্রুত মগ্ন হয়
বল্গাহীন অশ্বের মতো নতুন কোন নেতা।
ঊর্ধ্বমুখী পতঙ্গের অবশ্যম্ভাবী দুঃসহ পতনে রীতিমত অভ্যস্ত
দুর্বোধ্য অসংলগ্ন অঙ্গীকারের বুকে মূর্তিমান যাদুকর
সনাতন নেতার কাঠামো ভাঙে। আবার নতুন নেতা গড়ে।

দিক্‌ভ্রান্ত বিভ্রান্ত জনতার আশা আকাঙ্খার নগ্ন ইতিহাস
অসঙ্গত অন্যায় মুমূর্ষু জীবনের পাতায় পাতায়
যে মেঘলা প্রভাতে গোপনে গোপনে জলের রেখায় লেখা হয়,
অমৃতের বরপুত্রের মতো চমকপ্রদ পোষাকে ঠিক তখনই
আবার আকস্মিকভাবে নব জন্ম লাভ করে কোন নেতা।
পলায়নের খতিয়ানের ধূসর ছিন্নপত্রগুলো
ঘূর্ণি হাওয়ার মাঝে আবার সহসা কখনও উধাও হলে,
এবং জ্বলন্ত বক্তৃতার মালা কখনও অর্থহীন প্রমাণিত হলে,
সেই বিশেষ নেতার অপমৃত্যু ঘটে অনিবার্য গন্তব্যের মতোই।

যশ অপযশের নিরপেক্ষ চিরন্তন মানদণ্ডে জনতার ময়দানে
নির্ভুল সংকেতের স্পষ্ট ছায়াছবি নিয়তির পরিহাসে প্রতিফলিত ;
শরৎকালের প্রতি প্রত্যুষের জীবন্ত নিষ্পাপ শিউলির মতোই
উচ্চাভিলাসী নেতারা ফোটে ঝরে আবার মাটিতেই বিলীন হয় ;
দেশে দেশে প্রতি মরশুমেই তারা আসে, আসবে এবং যাবে।

## শকুনির পাশা

শকুনির পাশার যাদু কুরুক্ষেত্রের দামামা বাজাল
পূবে আর পশ্চিমে। পাণ্ডবে কৌরবে।
মরা হাড়ে ভেল্কি দিয়ে গড়া শক্তিমত্ত বহুরূপী পাশা
নগ্ন অট্টহাসিতে উৎকট বীভৎস,
মৈত্রী বর্মে জুয়াড়ীর গোলক ধাঁধাঁর ফাঁদ।
তাই শকুনির অবশ্যম্ভাবী জয়ের পৈশাচিক উল্লাসে
উগ্র উৎকণ্ঠায় যুগে যুগে কত কঙ্কাল হয়েছে ফসিল ;
দ্বন্দ্বে সংঘাতে বিচ্ছেদে সংগ্রামে ইতিহাসের পাতা ভরা।
সুপ্রাচীন অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে রন্ধ্রে রন্ধ্রে
কালো হয়ে উঠেছে কত বিষাক্ত অজগরী নিঃশ্বাস।

তবু যুগে যুগে মীরজাফর ফিরে আসে,
খাল কেটে আরো কুমীর আনা হয়,
নেকড়েকে আনা হয় লোকালয়ে।
আহা, ভাঙ্গনের সাধনায় মরে বেঁচে থাকা,
আর কুচক্রী শকুনি তার ক্রূর হাসি ছড়ায় বাতাসে

# মহাজীবন

এ মহাজীবন হয়েছে রুক্ষ,
বসন্ত বায়ু হয়েছে তপ্ত,
হারাল কাব্য এ শতাব্দী,
আজ এ পৃথিবী কি অভিশপ্ত ?

এস, আজ মোরা নাটক লিখি,
তোমার আমার জীবনের ছবি
নগ্ন কাহিনী গদ্যেই গাঁথ,
তৃষ্ণা ব্যাকুল ক্ষুধার্ত কবি।

এ মহাজীবন হয়েছে রুক্ষ,
এ পৃথিবী আজ হয়েছে সাহারা,
পথে পথে দেখ ভুখা মিছিলেতে
সবহারা ওই চলেছে কাহারা !

শিল্পী তোমার নরম তুলিতে
আঁকিতে পার এ রিক্ত ধরা ?
ভাঙনের কূলে কূলে বুঝি আজ
ভাসে যাযাবর সারি সারি মরা।

তোমরা কি কেউ বলতে পার,
কি নাম ওদের, কোন জাতি ওরা ?
কণ্ঠে কণ্ঠে একই জবাব,
নাম জাত নেই, ওরা শুধু 'মরা'।

# যৌথ

সবল পেশীর মুষ্টিতে ঘোরে যন্ত্রের চাকা,
প্রসূত সৃষ্টি মুনাফা আনে সহস্র টাকা।

মজদুর আমি যন্ত্রের মতো দৃঢ় কঠোর,
আমার দেহের বয়লারটার নাম জঠর,
সেখানেও চাই কয়লার মতো কিছু রুটি।
ধর্মঘটের কৌশল আনে গণছুটি,
লক আউট সভা ঘেরাও মিছিল সন্ত্রাসে
দুঃখ ঘুচবে, এ কথা শুনে কে না হাসে?

মজদুর আমি যান্ত্রিক আমি, এ দেশ আমার,
দেশের ফসল উৎপাদনের দায়িত্বভার
আমার মতন মজুর ভাইয়েরা নেয় যখন,
মালিক, বৃথা না-ই বা করলে আস্ফালন!
নির্ধারিত নিয়মে তব বখরার হার;
মজদুর মেরে উদরপূর্তি হবে না আর।

এস আজ মোরা মালিক মজুর একই সাথে
যন্ত্রের চাকা ঘোরাই সহজে যৌথ হাতে।

## জালিয়াত

আমরা জালিয়াত!
দিনে দুপুরে তোমাদেরই সই শীলমোহর জাল করি;
হাজার হাজার মণি মানিক্যের স্বপ্ন আমাদের দু'চোখে,
তোমাদের ওই পায়ে বেড়ি পরানো কয়েদের আতঙ্ক ভুলেছি,
নইলে 'পটাসিয়াম সাইয়ানাইডে'র ছোট্ট শিশিটা
নীচের পকেটে রাখতাম না।

কখনও বা আমরা বাদশার বাচ্চা,
যখন জাল টাকার বাণ্ডিলগুলো ছাপাখানায় বসে গুনি,
অথবা জাল দলিলের দামে করি মোটা অঙ্কের বাজিমাত,
আমরা জালিয়াত!

আদালতে আমরা যাই।
যাই শুধু বটতলায় জুয়োখেলার আড্ডা জমাতেই,
তোমাদের পকেট থেকে রেশনের দামটা
ফাঁক করে দিতে। তোমরা নেহাত ভালমানুষ!
আদর্শের ফাঁকা বুলি আউড়ে তৃপ্তি পাও,
আজকের যুগে তোমাদের দুঃখ তাই সবচেয়ে বেশী;
বন্ধু, আমরা বুঝি,
আমাদের শরীরও রক্তে মাংসে গড়া।
ক্ষণিকের বিষাক্ত মদের নেশা যখন কেটে যায়,
তখন তোমাদেরই মতো হাসি কাঁদি ভালবাসি,
উপবাসী ছোট্ট ছেলেটার গালে চুমু খাই,
তার গলা টিপে ধরতে মন চায় না।
তবু তোমাদের কাছে আমাদের স্থূল পরিচয়:
আমরা জালিয়াত!

## সাংবাদিক

যুদ্ধের দামামা বাজে। বাহিনী চলেছে ট্যাঙ্কে, কামান গর্জনে ;
দুরন্ত বোমারু সেনা সুকৌশলে পাক খেয়ে নেমে এসে নীচে
কুশলী সাঁতারুর মতো অনায়াসে বোমা ফেলে যায় ;
নগর বন্দর কাঁপে, জ্বলে লোকালয়, ঘর বাড়ী,
ভয়ঙ্কর যুদ্ধের আতঙ্কের বিভীষিকা অন্তর কাঁপায়।
কখনও বা দিবালোকে গুপ্ত পরিখায় নেমে দ্রুত শুয়ে পড়ে
কাঁধে বাঁধা ক্যামেরাটা তুলে ধরে রোমাঞ্চকর জ্যান্ত ছবি তুলি,
চক্ষের নিমেষে এসে জীবন মৃত্যুর কত নাটকীয় ক্ষণ
আকস্মিক বিস্ময়ে লেন্সে নেগেটিভে চিরবন্দী হয়ে থাকে ;
তারপর কালক্রমে ঐতিহাসিক তাকে অমরত্ব দেয়।

এ কথা তো ইতিহাস জানে না যে, তিল তিল করে
আমি সাংবাদিক নিত্য টেলিপ্রিণ্টারে রচি শত শত রক্তাক্ত কাহিনী ;
এই সব খণ্ড খণ্ড অভিনব ইতিবৃত্ত সঞ্চয়ের দুঃসাহসিক আশায়
সৈনিকের উৎসাহে মারমুখো ফৌজের সঙ্গে পথ চলি।

প্রবল বন্যায় ভাসে গ্রাম নদী খাল বিল, অসংখ্য সংসার,
দিকে দিকে ছন্নছাড়া গৃহহারা অন্নহীন কঙ্কালের অশ্লীল মিছিল ;
গরু মোষ ছাগলের ভাসমান অগনিত গলিত শবের উপরে
ভোজনবিলাসী কাক চিল শকুনের লোভী তীক্ষ্ণ চঞ্চু দুর্গন্ধ ছড়ায় ;
এদিকে তাকিয়ে দেখি, ঘরের টিনের চালে বিড়ালের ছানা কেঁদে মরে।

জল, আরও জল, শুধু জল চারিদিকে। যা দেখেছি,
সব চিত্র সব কথা যায় না তো লেখা শুধু খবরের রূপে ;
বন্যার মামুলি তথ্য পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ মারফত।
ঝড় আসে। গাছ পড়ে, ঘর ভাঙে, সেই সঙ্গে গণমৃত্যু আসে।
আকস্মিক দুর্ঘটনা আনে ক্ষয় ক্ষতি দুর্ভাবনা। দুর্ভিক্ষের প্রকোপে, অথবা
দেশব্যাপী নিদারুণ মহামারীর দুর্জয় বিপর্জয় লীলার রোমহর্ষক কাহিনী

হয়ত প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের লেখনী লেখে না সবিস্তারে,
প্রতিদিন টেলিপ্রিণ্টারে যায় যথারীতি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত সমাচারে
সাঙ্কেতিক অঙ্কের ভাষায় মৃত্যুর সংখ্যার নির্ভরযোগ্য"খতিয়ান।

গ্রীষ্মে শীতে বর্ষায় গ্রামে গঞ্জে শহরের পথে বা প্রান্তরে
দিন কাটে রাত কাটে ছোট বড় বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহে ;
এখানে সেখানে কত প্রেম প্রতারণা তুচ্ছ ব্যর্থ জীবনের
সাদা কালো মুহূর্তের নগ্ন চিত্র হৃদয়ের অদৃশ্য ক্যামেরা
মুগ্ধ বিস্ময়ে ধরে রাখে কিছুক্ষণ। খাদ্যহীন বস্ত্রহীন
কৃষক মজুর মুটে কেরানী দালাল খুনী বেকার মাতাল,
বৃদ্ধ পঙ্গু কুষ্ঠরোগী পুত্রহারা শোকাতুরা উন্মাদিনী মাতা,
তাদের কথা কি কোন পত্রিকার শিরোনামা খবর হয়েছে ?
আমি সাংবাদিক। তবু আমার ডায়েরীতে তারা উজ্জল নায়ক,
পত্রিকা বা ইতিহাসে তারা থাকে চিরদিন নেপথ্য সৈনিক।

হয়ত হাটের প্রান্তে অখ্যাত অজ্ঞাত কোন ভগ্ন কুটীরে
দিনান্তের ক্লান্তি মুছে মাদুরে বালিশ রেখে ক্ষণিক বিশ্রাম ;
সস্তা হোটেলের ডাল ভাতে ক্ষিধে মেটে। ছোট গেলাসেতে চা।
ষ্টেশন বিশ্রামগৃহে কখনও বা পেতে হয় স্বর্গের স্বাদ।
দক্ষ শিকারীর চোখ নিয়ে তীক্ষ্ণ অন্বেষণে কাছে কিংবা দূরে
খবরের জাল পেতে জীবিকা খবর কুড়োই নানা প্রান্ত থেকে।

আমি সাংবাদিক। তবু আমি জানি, যদি কোন স্তব্ধ অবসরে
আকস্মিক আক্রমণে মৃত্যু এসে হানা দেয় আমার দ্বারে,
সেই মর্মান্তিক শোক সংবাদের প্রতিলিপি পৌছবে না টেলিপ্রিণ্টারে,
সান্ত্বনার বাণীযুক্ত ভদ্র আকৃতিতে গুণকীর্তি বর্ণনায়
মুদ্রিত হবে না কোন বিখ্যাত পত্রিকা কিংবা স্মারকগ্রন্থে।
বছর বছর ধরে লক্ষ লক্ষ সংবাদের বেচাকেনা হাটে
কোটি কোটি মূল্যবান সংবাদের জন্মদাতা নিজে মূল্যহীন।
এ কথা সত্য তবু, আমি এক সাংবাদিক, সংবাদ আমার জীবিকা।

## কুতুব মিনার

আমার উচ্চাশার মাপ ছিল তোমার অতি উচ্চতায়,
আমার সৌখীন মনের শিল্পখচিত কারুকার্যের প্রাচীন ধারা
তোমারই আকর্ষণীয় দীর্ঘ ছায়ায় রচিত।
মোগল যুগের ঐতিহাসিক অক্ষয় গৌরবের শিখরে
তুমি মহান ; সামান্য আঁকশির নাগালের সীমানায়
ছোঁয়া দিতে চাও না। পৃথিবীর দারুণ বিস্ময় !

আমি এক নগণ্য মানুষ। নিত্য হাহাকারে জর্জরিত জীবনে
ক্লান্ত। সকালে সন্ধ্যায় রুটির ছেঁড়া টুকরোয় খিদে মেটে না।
গ্রাম্য মেলায় ধূলোমাখা ভঙ্গুর কাচের বাসন নিতান্ত ঠুনকো আশায়
প্রত্যহই মিথ্যে সান্ত্বনায় বুক বেঁধে মৃত্যুর দিন গুনি।
অপদার্থ উৎসাহ, ব্যর্থ আশা অবশেষে ধূলো আবর্জনায় মেশে,
এবং ক্রমে অখ্যাত অজ্ঞাত বিস্মৃত কোন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

তবু আজও আমার চির তৃষ্ণার্ত দৃষ্টির প্রসারিত ছায়া
তোমার আকাশচুম্বী শীর্ষদেশে নিরিবিলি শান্তি খুঁজে পেতে চায়।

## বাংলা দেশ

পুতুল নাচের মঞ্চে একদিন কালো হত্যা নাটকের শেষ ;
বিশ্বগর্ভে জন্ম নিল নব রাষ্ট্র, নাম 'বাংলা দেশ'
কোটি শহীদের শুদ্ধ রক্তের বিনিময়ে কেনা।
পীড়ন ধর্ষণপটু শয়তানের সন্তানেরা তবুও থামে না ;
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে স্বার্থান্বেষী কালনেমী বন্ধুদের দ্বারে
আনবিক ধ্বংসাত্মক মরণাস্ত্রে সুসজ্জিত রণসম্ভারে
বিষধর সর্পকুল আক্রোশভরে করে কুটিল বীভৎস ফোঁসফোঁস
পলাতক শক্তিধর মুখের গ্রাসের জন্যে নিদারুণ জঘন্য আফশোস,
আদিম যুগের বন্য পশুর স্বভাবে মত্ত অসভ্য অনার্যসম।
পঙ্কিল পাপের শাস্তি দিতে আসে নিজ হাতে কালজয়ী যম,
কাল বৈশাখীর মতো লকলকে তার লাল জিহ্বা সর্বগ্রাসী
মুছে দিতে অন্ধকার গহ্বরের লোভী ক্রুর শয়তানী হাসি।

অত্যাচারী রক্তিম ভূমিকা রচে পৃথিবীর আদি ইতিহাসে,
অভিনব দৃষ্টান্তে হিটলার মুসোলিনী নাদির শাহ বুঝি হাসে।
জালিওয়ানাবাগে সাদা প্রভুদের বিভীষিকা ভুলতে চেয়েছি,
কিন্তু পারি নি, বন্ধু ! শোষণে শাসনে আজও দেখতে পেয়েছি
দুঃশাসনী প্রলয়ের আয়োজনে ভ্রূকুটিতে তিক্ত অবিচার,
সভ্যতার আবরণ মুহুর্মুহু ছিন্ন করে ক্লীব অনাচার,
নারী শিশু বৃদ্ধ রুগ্ন হত্যা নির্বিচারে
বেনামী যুদ্ধের ভানে রক্তে মাংসে গড়া কোন সৈনিক কি পারে?

অন্ধ মন্ত্রে ধর্মের মুখোসধারী রক্তপায়ী মাংসলোভী জীব,
কোটি শহীদের ক্রুদ্ধ আত্মার অভিশাপ করছে নির্জীব
তিলে তিলে তোমাদের। নরকের কালো পাঁকে অতল কবরে
নিদারুণ যন্ত্রণায় তোমাদের প্রেতছায়া নিশিদিন কিলবিল করে।

সোনার মাটির দানা শহীদের পবিত্র রক্তে শুদ্ধ সার পেয়ে
সোনার ফসলে ভরে। দুনিয়ার চার দিকে চেয়ে

নব রাষ্ট্র তার নব জন্মের বাস্তব খবর ছড়ায় :
বিস্ময়ে পুলকে বিশ্ব ধীরে ধীরে বিজয়ের মুকুট পরায়
উন্নত শিরে তার। সম্মুখে প্রসারিত উন্মুক্ত প্রশস্ত দীর্ঘ পথ
ধ্বংসের কীটের মৃত্যু। তারপর গঠনের কঠিন শপথ।
বীজমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ আট কোটি মৃত্যুহীন মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ,
তাদের মিলিত কণ্ঠে সোনার বাংলার প্রাণতুল্য প্রিয় গান।

## হিপি

বিতৃষ্ণার তিক্ত বিষ সঞ্চিত প্রাচুর্যে ভোগে,
সামাজিক জটিলতা নিয়মের শৃঙ্খলপাশ
ছিন্ন করে মুক্ত প্রাণে দুরন্ত উদ্যোগে
ব্যক্ত হয় বাউণ্ডুলে হিপিদের জীবন নির্যাস।

নগ্ন প্রকৃতির কোলে প্রীতি প্রেমে আত্ম নিবেদনে
আদি সভ্য মানবের যথাযথ যোগ্য বংশধর
দীর্ঘ যৌথ ধূমপানে অনায়াসে সত্তা বিসর্জনে
পথে প্রান্তরে তারা শুদ্ধ করে তরল অন্তর।

আত্মভোলা হরগৌরী, সংসারের নেই প্রয়োজন,
সঞ্চয়ে বিমুখ, অর্থের অর্থ নাহি বোঝে,
আনন্দ পারদ প্রেমে ক্ষ্যাপা অকৃপণ
ঈশ্বরের বরপুত্র জীবনের নব সংজ্ঞা খোঁজে।

যত্র তত্র কুটুম্বের মতো নেয় শুভ আমন্ত্রণ,
নিষ্কৃত্রিম দর্শনের উদার উদাস ভাবধারা
সর্ব দিকে সঞ্চারিয়া সর্ব জীবে সমজ্ঞানে করিয়া আপন
ইস্পাতের যুগে আনে উদ্ভট বিচিত্র নব সাড়া।

বিসদৃশ বেশভূষা আচার বিচার বহির্ভূত,
লিপ্সাহীন নির্বিরোধ যেন যোগী অতিশয় ত্যাগী ;
সমাজের দ্বারপ্রান্তে আশ্চর্য আগন্তুক অনাহুত
গৈরিক হৃদয় তার বোধ হয় প্রকৃতই বাউল বৈরাগী।

তার জন্যে সমাজের কোন ঘরে কোন কোণে নেই কোন ঠাঁই,
মুক্ত গগনতলে অনির্দিষ্ট প্রান্তে তার শান্তির আস্তানা,
অন্তহীন যাত্রাপথে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই,
ছন্নছাড়া গন্তব্যের মেলে না সঠিক ঠিকানা।

পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে তবু এক রঙা নদীর মতো
যথারীতি এসে তারা এক স্রোতে সাগরেতে মেলে,
তাদের দেখলে কেউ হিপি বলে চেনে স্বভাবতঃ,
অন্য কোন বিশ্ব যেন কোটি হিপি গড়ে হেসে খেলে।

## চন্দ্রকাব্য

অনন্ত কাল ধরে কাব্যে গীতে অভিনন্দিত
চন্দ্রিমার মনোলোভা অনবদ্য সৌন্দর্য বন্দনা
তোমার আমার মনে শৈশবে যৌবনে প্রান্তে
চন্দ্রের বিচিত্র রূপ কত ছবি আঁকে মুগ্ধ মোহে।
স্নিগ্ধ আলো স্মিত হাসির নিঃসীম বর্ণনা
কবির কল্পনা তুলি আঁকে নৈশ জ্যোৎস্না অভিসারে।

অমাবস্যা প্রতীক্ষার প্রাচীরের ওপার থেকে
ডেকে এনে পূর্ণিমার বিচ্ছুরিত আলোক বর্তিকা
জীব জড় স্থাবর জঙ্গমের এই বিপুল ধরায়
বনানীকে পুলকিত করে ; উদ্বেলিত আকাশ,
আমাদের সর্ব সত্বা প্রাণমন্ত্রে উজ্জীবিত হয় ;
রুদ্র দগ্ধ সূর্যতাপ পান করে সুশীতল চন্দ্রমমতা।

বিজ্ঞানের চক্রতলে অনুগত চন্দ্রমহিমা
কৌতুকে কৌতূহলে আজ নব রূপে পরিচয়ে ;
রকেটে চন্দ্রযানে আমরা আজ সুসজ্জিত,
স্বপ্নভঙ্গ বাস্তবের থরে থরে গতিরথে
আবিষ্কৃত একান্ত আপন বিশ্ব চন্দ্ররাজ্যে নেমে
হাঁটি পা পা, বালি নুড়ি মাটির নমুনা
যতনে কুড়োই কী যে আশ্চর্য নেশায় !
সেই লগ্নে প্রেয়সীরা চন্দ্রকাব্য ভুলতে চেয়েছে,
অকপট ছাড়পত্র চায় তারা চন্দ্রযানে দূর পাড়ি দিতে
মহা শূন্যে চন্দ্রপুরীর কোন এক নিশ্চিন্ত ষ্টেশনে।

চাঁদমামা হয়ত আর আসবে না দুরন্ত শিশুদের ভালে,
চন্দ্রালোকে চঞ্চল হবে না তো ভাবী কালে যুবক যুবতী ;
স্বপ্নের ঊর্ণনাভে রহস্যের রোমাঞ্চে সমৃদ্ধ

চন্দ্রমহিমা আজ বৈজ্ঞানিকের ডায়েরীতে টেলিভিসনে।
চন্দ্রকাব্যের চেয়ে এই শতাব্দীতে চন্দ্রযাত্রা কাম্য হল
বিশ্বের বিকিকিনির বস্তুময় হাটের পসরায়!

## পিঞ্জরে বন্দী

বিহঙ্গের মুক্ত পাখা অসীম আনন্দে মহাসাগরেতে ভাসে,
তারপর আদি রঙ মোছে তুলি ব্যর্থ সভ্যতার সর্বনাশে।
লৌহের পিঞ্জরে তুচ্ছ পরিমিত পরিধিতে সমর্পিত প্রাণ,
কঠিন শৃঙ্খলে বদ্ধ বন্দী পদ, বদ্ধ হয় গান ;
পৃথিবীর সীমারেখা ক্রমে ক্রমে হয়েছে সঙ্কীর্ণ,
স্থির প্রতিজ্ঞার মতো নিছক নিয়মচক্রে নিতান্ত বিদীর্ণ,
রক্তশূন্য ধমনীতে আবেগের সঞ্চারণে নেই কোন রীতি প্রয়োজন,
গণিতের নির্ভুল ছকে বাঁধা দিন ক্ষণ আয়ু জীবন মরণ।
কাননের বিহঙ্গেরা দেখে না পিঞ্জরস্বপ্ন মূঢ় মত্ততায়,
মুক্ত প্রাণে আজও তারা আকাশে সাগরে বাঁচে স্বাধীন সত্তায়,
কিন্তু আমরা পাশাপাশি কঠিন পিঞ্জরে শৃঙ্খলে
বদ্ধ পদে বন্ধনের যন্ত্রনায় কাতর হয়েছি পলে পলে,
নিজেদের পরস্পর প্রতিবিম্ব দেখে দেখে অতি পরিচিত ;
রুদ্ধ দ্বার ক্ষুদ্র কক্ষে নিঃস্ব প্রাণে বিশ্বরেখা একান্ত সীমিত।

আমাদের দেখে কেউ হবে না তো আজ আর বিমূঢ় বিস্মিত,
মোদের স্বরূপ আজ নিয়তির শাসনেতে বিকৃত বিস্মৃত।
আমাদের দেহ যেন সস্তা দামের মেকী মোমের পুতুল,
হৃদয়ের প্রেমহীন পাত্রে সযতনে রাখা কাগজের ফুল।
প্রিয়ার প্রেমের সংজ্ঞা অর্থের গূঢ়তম অর্থ খুঁজে খুঁজে
মেলে। তাই পরিবারে প্রয়োজনে আত্মবলি চোখ মুখ বুজে,
বাঁধা বুলি, চেনা পথ একঘেয়ে জীবনের পুনরাবৃত্তিতে
কালচক্রে মৃত্যুর দিন গোনা বর্ষায় গ্রীষ্মে কিংবা শীতে।

ভিন্ন ভিন্ন পিঞ্জরের অন্তরালে পরস্পর হয়ে বন্দী,
সাদা খতে স্বীকৃত স্বাক্ষরে অনায়াসে করি সন্ধি।
শুধু প্রয়োজন হলে, কথা কই, গান গাই, কুড়োই রুটি,
তারপর খেলা শেষে পিঞ্জরের মঞ্চ থেকে যথারীতি ছুটি।

## বেনামী সার্কাস

ময়দানে তাঁবুর বৃত্তে বসেছে সার্কাস,
হাতি ঘোড়া বাঘ সিংহ উট পাখী হাঁস,
ভয়াবহ ট্রাপিজ রোপ ট্রিক, কত খেলা,
বিচিত্র তামাসা চিত্র ; ক্ষণিকের মেলা।
আলোয় উজ্জ্বল নটনটীদের পোশাক সম্ভার,
অভিনব ক্রীড়া কৌতুকের কত অপূর্ব বাহার।
দর্শকের ঘন ঘন হর্ষরোল উচ্চ হাততালি,
ব্যাণ্ডের তালে দুলে নাচে ক্লাউন, মুখে চুণকালি।

এমন সার্কাস আমি কত দেখি, সে কথা কি সব মনে থাকে !
হাততালি চুনকালি হাসি কান্নার রঙ মাখে।
বৃত্তাকারে শূন্য তাঁবু। আসনে দর্শক নেই বুঝি !
নিয়মিত সার্কাসে রিং মাষ্টারের নাম খুঁজি।
বাহবার সাথে আসে মুঠো মুঠো ঢিল তিরস্কার,
ক্লাউনের হাস্যোজ্জ্বল চোখে ঝরে অশ্রু বঞ্চনার,
ট্রাপিজের রড থেকে ফসকেছে অবিশ্বাসী হাত,
ব্যাঘ্রের মুখে ঘটে ট্রেনারের মৃত্যু অপঘাত।

প্রতিদিন সংসারে এমন ব্যর্থ কত বেনামী সার্কাস
ভাগ্যের মুখে আঁকে কালো রঙে ব্যর্থ পরিহাস।
সে কথা কি সব মনে থাকে ?
থাকলেও, বলি বা তা কাকে ?

# আরশি

আরশি আমাকে দর্শন শেখায়। আত্মদর্শন।
আমার দেহ ক্ষীণ কিংবা স্থূল, চক্ষু কর্ণ নাসিকা
কিংবা অবয়বের খুঁটিনাটি তথ্যের সহজ পাঠ শেখায়।
আমার দৌর্বল্য হীনতা ভীরুতা কপটতা
উদারতা দাক্ষিণ্য প্রেম ভক্তি মমতা কাঠিন্য
ক্যামেরার লেন্সের মতো আরশির পটে অবিকল চিত্র
অবাক দৃষ্টিতে আমি দেখি। আরশি যেন কথা কয়
স্পষ্ট স্বরে দ্বিধাহীন নির্ভীক সৈনিকের মতো কঠোর ভাষায়।
চরিত্রবান আরশি ভান ভণিতা ভূমিকা জানে না।
মিথ্যের বেসাতি তার ঠিকুজীতে লেখা হয় নি।
সত্যের অকপট সাক্ষীর মতো সে আমার একক আদালতে
প্রকৃত দৃষ্টিতে সূর্যের নির্মল আলোয় সব মামলায়
স্পষ্ট ইঙ্গিতে নির্ভুল রায়ের নির্দেশ দেয়।

আমার ক্ষুদ্র হৃদয় যদি আরশির পারদে মাখা
প্রতিবিম্ব ধারণের যোগ্যতা কখনও পেত, অথবা
আমি যদি কোনদিন সাধারণ একখানা আরশি হতে পারতাম,
মানুষের মর্যাদায় সমাজের আকাশে তাহলে সত্যের সূর্যকে
আঙুল দিয়ে নিঃসংশয়ে নির্ভুলভাবেই চিহ্নিত করতে পারতাম।

## রঙের গোলাম

তাসের খেলায় রঙের গোলামের দাম
সাহেব বিবির চেয়ে অনেক গুণে বেশী।
তোমাদের ধনী সমাজের নীচের তলায়
যারা থাকে অপাংক্তেয়, নগণ্য, অবহেলিত,
সাগরের দুর্দিনে সমাজের হাল ধরতে,
বোঝা বইতে মাটি কাটতে গতর খাটাতে, ভৃত্যের পদে
সেই গোলামদের একান্ত প্রয়োজন। তাদের মেহনতে
গড়ে পথ ঘাট নগর বন্দর, গড়ে তোমাদের জীবনের বনিয়াদ।

তাসের খেলা যখন জমে উঠে,
রঙের তাসের আসরে সে মহামূল্য মধ্যমণি।
তবু শেষ পর্যন্ত, গোলাম গোলামই রয়ে যায়। খেলার শেষে
তার পদমর্যাদা বাড়ে না মূল্যের চাহিদায়।
সাহেব বিবির আসনের তলায় তার স্থান
নির্দিষ্ট। নিশ্চিত। অতি পরিচিত। অপরিবর্তিত।

## শোষক মশক

চক্রগতি শকুনের নিন্দনীয় কৌশলে বোমারুর মতো নেমে এসে
দেহের কোমল ত্বকে শোষনযন্ত্রের তীক্ষ্ণ সূচ বিদ্ধ করে মশকেরা।
রক্তের আস্বাদনে ক্রূরমতি নির্দয় ব্যাধের অভ্যস্ত স্বভাবে
বিজয়ের অভিযানে অব্যাহত গৌরবে ছিদ্রপথে নিত্য আনাগোনা।

প্রকৃতিতে মশকেরা সাম্রাজ্যবাদী দস্যু তস্করের গোপন দালাল।
শোষণ পেশায় বিজ্ঞ। ভাণ্ডে তার প্রভূত সঞ্চয় প্রতিদিন।
মজুতের হার বৃদ্ধি। হীন মতলবে দীন দরিদ্রের তাজা রক্তকণা
বিন্দু বিন্দু আহরণ করে যেন মূল্যহীন নমুণার মতো।

মশার জীবিকা ঘৃণ্য রক্তপানে নিষ্ঠুর তামাসার খেলা ;
আদিম রিপুর বশে অতর্কিত আক্রমণে নির্মম শোষণে
ক্ষুদ্র প্রাণে অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি সমাপ্তি কখনও
হয় না। তবুও রক্ততৃষ্ণা মত্ত মাতালের দুরন্ত নেশার মতন।

কিন্তু শোষক মশার বংশধারা একদিন জানি, ধ্বংস হবে
আগামী দিনের কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্কিত আবরণ উন্মোচনে ;
যুগান্তের সঞ্চয়ের গুপ্ত তহবিলে জমা বিন্দু বিন্দু রক্তের সাগর
তিলে তিলে নিক্তিতে মাপা হবে অতীতের বঞ্চনার খাতে।

সক্ষম পাখনা তার দগ্ধ হবে শোষিতের রুদ্র অভিশাপে,
বংশে তার বাতি দিতে কোথা কেউ থাকবে না আনাচে কানাচে।
স্পর্ধিত গুঞ্জন স্তব্ধ হবে। লাল শোণিতের স্বাদের বিস্মৃতি।
মশকের জন্মের জীবিকার ইতিবৃত্ত কালে কালে বিলুপ্ত হবে।

## মুক্তির নিমন্ত্রণ

গভীর রাত্তিরে আবছা কুয়াশার চাদরে ঢাকা
প্রাচীন কালের মসজিদের পেছনে ডালিম গাছে আলো ছড়িয়ে
সুগোল নরম চাঁদখানা যখন দেখা দিল,
তখন সহসা মনে পড়ল তোমার কথা, কমল।
উত্তর দিগন্ত থেকে হালকা হাওয়া এল,
ঝিঝি পোকার ডাকও ক্ষীণতর হল,
সবুজ ঘাসের বুক থেকে বিষণ্ণতার প্রলেপ তখন মুছে গেছে।
হাসপাতালের তের নম্বর বেডে তুমি হয়ত যথারীতি
রিক্ত রাত্রির তিক্ততা বুকে নিয়ে অবচেতন মনে ঘুমিয়ে রয়েছ।

গলির মোড়ে তোমার ইদানীংকালের বাসস্থান। হাসপাতাল।
জানালা খুললেই চোখে পড়ে গেটের দু'পাশের দুটো বড় আলো
মহান মৃত্যুর সঙ্গে তোমার বদ্ধ ঘরের বৈদ্যুতিক আলোর আভা
অহেতুক যেন মিশতে চায়। ভাবছি তোমার কথা।

বিশ্বজোড়া চাঁদের আলোর অগ্নিকুণ্ডে যে মহান প্রাণের যজ্ঞ,
তার হোমের আগুনেই তুমি হয়ত আহুতি দিতে চলেছ
তোমার সারা যৌবনের সব গৌরবের মণিরত্নকে!
তোমার চোখ দুটো ছলছল, কণ্ঠ রুদ্ধ। আতঙ্কিত। করুণ।

এই মমতাহীন পৃথিবীকে এতদিন পরে চিরতরে ছেড়ে যেতে
তোমার খুব কষ্ট হয়, কমল। তা আমি জানি।
কিন্তু আমি হলে, মৃত্যুকেই মেনে নিতাম! হ্যাঁ, ঠিকই বলছি!
জন্ম নেবার সঙ্কল্প নিতাম এমন কোন অভিশাপহীন দেশে,
যেখানে মানুষে মানুষে নেই ভেদ, ভাইয়ে ভাইয়ে নেই ক্লেদ,
শিশুরা যে দেশে আণবিক বোমা নিয়ে খেলা করে না,
অথবা সভ্যতার দাবিতে জল ঘোলা করতে ভয় পায়।
আমি ফিরে পেতে চাই দেশলাইয়ের বদলে চকমকি,
লেখার বদলে হিজিবিজি, কথার বদলে অদ্ভুত সাঙ্কেতিক স্বর।

তোমার হাসপাতালের তপ্ত বেড আমি কোন দিনই চাই না,
আমার মৃত্যুকে আমি নিমন্ত্রণ করব কোন গাছতলায়, অথবা
দুর্গম অরণ্যের পথ ধরে খুঁজে পাওয়া কোন গুহার অন্তরালে।
আমি চাই, আমার এই নশ্বর কঙ্কাল তিলে তিলে মিশুক
এই নগ্ন নিষ্কৃত্রিম কালো মাটির স্তরে মাটিরই মতো।

তোমার কাছে মৃত্যু যখন এসে দাঁড়াবে, বন্ধু,
জেনো তা মৃত্যু নয়, মহামুক্তি মহাবন্ধন থেকে,
হয়ত আশীষলব্ধ মানুষের নতুন কোন দেশে
তোমার জন্যে এসেছে ব্যগ্র নিমন্ত্রণ।
তোমার যাত্রাপথে তাই অনায়াসে অবহেলা করে যেয়ো
এই উগ্র পৃথিবীর বক্র উপহাস।
তুমি যেয়ো, তবু এইখানে এই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে
নিশ্চয়ই তোমাকে আমার মনে পড়বে
এমন কোন আবছা কুয়াশার চাদরে ঢাকা রাতে
এই পরিচিত হাসপাতালের কাছে।

## বীরবরণ

ইতিহাস করে না তো কভু ভুল বীর, তোমা বরণ করিতে
তোমার বিজয় ধ্বজা উড়ায়ে যখনই আসো বরমাল্য নিতে,
রক্তজয়ী দেশকালপাত্র হয় খেলাঘরে পুতুল তোমার,
যুগে যুগে তুমি বীর কর্ণ অর্জুন নেপোলিয়ন হিটলার,
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা বিজয় মুকুট তব উন্নত মস্তকে পরায়,
দেশে দেশে ইতিহাস যুগে যুগে তব বন্দনাগীতি গায়।

তুমি বীর, ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা মহাদেশে
সিংহের পৌরুষে কর পদানত নানা জাতি বিক্রমে অক্লেশে,
প্রাচীন কালের সূর্য থেকে কর তেজ বীর্য অস্ত্র আহরণ,
প্রকৃতির তনু দেয় ভাণ্ডারের অফুরন্ত শৌর্য আভরণ,
সহস্র সমুদ্র দেয় তোমার রথের চক্রে দুরন্ত তরঙ্গ দ্রুত গতি,
ত্রিকালের ত্রিনয়ন তব দেহে নিরন্তর সঞ্চারে শক্তিমান জ্যোতি

মত্ত দম্ভে উত্তাপে উদ্বেলিত উন্নত বক্ষ কম্পমান,
দুঃসাহসী পুষ্পরথে চলে তব বিজয় যাত্রার অভিযান।
অসির ঝঙ্কারে কাঁপে থরথর মেদিনীর অন্তর বাহির,
ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসে শিঙা দামামায় তব পদধ্বনি তোল, মহাবীর।
দেশমাতৃকার প্রিয় কুলকন্যাদের সাথে শত সহচরী
মঙ্গল প্রদীপ জেলে চন্দনে কুসুমে ধূপে আরতি করি
সুগন্ধি মাল্যদানে শঙ্খ রবে সবে তোমা বরণ করে,
তব স্তুতি কীর্তিগাঁথা কালজয়ী ইতিহাস লেখে তারপরে।

## জলছবি

হৃদ্‌পিণ্ডের ছিদ্র থেকে পাঁজরার ফাঁকে জমা ক্রন্দন কুণ্ডলী
কুয়াশার আকাশের বুকে যেন মেঘের পাহাড়,
তীব্র ক্রন্দনের রোলে অন্নের বস্ত্রের দৈন্যে দাবী উচ্চারিত,
কিন্তু তবু প্রতিবাদ প্রতিহার প্রতিরোধ নেই।

তবে কি এই শব্দহীন ক্রন্দনের স্বর নেই, ভাষা নেই, নেই প্রতিধ্বনি,
মূক কণ্ঠের রুদ্ধ ব্যথা বদ্ধ অন্ধ আবেগে মুহ্যমান ?
দাতা যারা, করুণার ধনের মালিক সব সৌভাগ্যবান,
হয়ত বধির, নয়ত তাচ্ছিল্য ঘৃণা উপেক্ষায়, উগ্র অহঙ্কারে মত্ত ;
শূন্য জঠরের নিষ্ঠুর তাড়না কান্নার স্রোতে নিস্তেজ নিঃশব্দ।
অশ্রুর রঙ যদি লাল হয়ে দরদর ঝরে,
তখনও কি ওদের উদ্ধত শ্রবণ এই কাতর প্রার্থনা
ক্রন্দনের করুণ ভাষা মিনতির স্বর শুনতে পাবে না ?

যদি হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে সূর্যকুণ্ডসম জ্বলে বিদ্রোহের তাপে,
স্পন্দনের গতি ক্রমবর্ধমান উত্তাল তাণ্ডবে নৃত্য করে,
তবুও কি সন্ত্রাসের বিভীষিকায় কিছুমাত্র বিচলিত হবে না
মূক বধির প্রস্তর হৃদয়ের নিছক নির্বাক জলছবিরা ?

## বিকল্প

সূর্যের পারদে নগ্ন রুগ্ন আকৃতির সত্য স্পষ্ট ছায়া পড়ে,
ধূলিমাখা পুরাতন পত্রিকার পাতায় যেমন বিজ্ঞাপনে
ম্যালেরিয়া ব্যাধিগ্রস্ত কঙ্কালের বীভৎস চিত্র নড়ে চড়ে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ছিন্ন মলিন বস্ত্রে ঘুরি দ্বার থেকে দ্বারে,
অন্নের অন্বেষণে। রুক্ষ কেশ, ক্লান্ত দৃষ্টি, পায়ে কেম্বিসের জুতো,
ঘর্মসিক্ত ললাটে কুঞ্চিত রেখা, ন্যুব্জ দেহ হতাশায় লাঞ্ছনার ভারে।

সংগ্রামে বিধ্বস্ত। দারিদ্র্যের কশাঘাত পেশীর শক্তি কেড়ে নেয়,
আজন্ম দুঃখের পুরস্কার সম্বল। অভিশাপে জর্জরিত বুক।
জন্মের ঠিকুজীতে ভুল করে বিধাতা সৌভাগ্যের ছাপ নাহি দেয়।

জগতের হাটে ঘাটে ইতস্তত বিচরণ বিকল্প ছদ্মবেশ ধরে,
বহুরূপী কলেবর রঙিন বল্কলে ঢেকে মুহুর্মুহু সত্তা অপদস্থ,
সূক্ষ্মদেহী আত্মা তবু নতুন আধার লভে ক্রমে জন্মান্তরে।

কার হীন ষড়যন্ত্রে অসংলগ্ন এই জন্ম দুঃস্বপ্ন গহ্বরে?
আমি আজ প্রতিহিংসাপরায়ণ সেই দুশমনের রাজ্যে স্বর্ণ সিংহদ্বারে
প্রধান দ্বারীর বেশে গুপ্তচর ভূমিকায় রত রব নির্জন প্রহরে।

মিথ্যা নীচ কলঙ্কের অপমানে অত্যাচারে তীব্র যন্ত্রণায়
তার রত্ন সিংহাসনে নির্মম আক্রোশে মোর বজ্রসম অসি
দ্রুতগামী হৃদ্‌পিণ্ডের বিকৃত চিত্র আঁকে ক্রুর মন্ত্রণায়।

বর্ষার নির্মল জলে রক্তসিক্ত কালো হাত তারপর ধুয়ে নিতে হবে,
হৃদয়ের বাসি ফুল ফেলে দিয়ে সমুদ্রের মৌসুমী বাতাসে,
অন্য নামে পরিচয়ে অন্য কোনখানে জন্ম নিতে হবে গোপন গৌরবে।

স্থূল ধনী অপদার্থ ধনীর প্রাসাদে যদি পঙ্গু দালাল হয়ে যাই,
স্থূলা নারী ব্যভিচারে জঘন্য নরক গুলজারে জীবন্মৃতের মতন
তস্করের পদক্ষেপে বোরখায় দেহ ঢেকে অন্ধ গুহায় লুকাই।

তার চেয়ে হিমাচলে দুর্গম অঞ্চলে কোন মহর্ষির বেশে
ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন, জীবনের বেদগাঁথা আবৃত্তি আনন্দে
সার্থক অমরত্ব জাগতিক অভিজ্ঞতাহীন ঐশী আকাঙ্ক্ষায় মেশে।

তবু তৃপ্তিহীন যাত্রা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে,
রথচক্র উদ্দাম গতিতে ঘোরে সার্থকতা অন্বেষণের নেশায় ;
তারপর অকস্মাৎ ক্ষান্ত হয় পথ চলা আমারই অজান্তে।

## মূক

অনেক কথাই বলতে আমি চেয়েছি এই দেশে,
তার বদলে অনেক কথাই শুনে গেলাম এসে।

তোমারা জ্ঞান বলতে কত কথা,
গড়তে জ্ঞান কত রূপকথা
সে রূপকথা আমার কানে
মর্ম্মভেদী বজ্র হানে,
কই নি কথা, মূক হয়ে সব সয়েছি দিনে রাতে
ব্যর্থ বেদনাতে।

তোমার সাথে আমার থাকে মিল,
যখন মোরা গড়ি কোন মিছিল
'অন্ন চাই বস্ত্র চাই' বলে ;
আর তা না হলে,
তুমি শাসক, শোষিত আমি ; তোমার হাতের দণ্ড
সমাজ জীবন করবে লণ্ডভণ্ড।

তাইতে তো আমি বিস্ময়ে নির্বাক,
পঙ্গু রুগ্ন অথবা যেন গলিত শবের পাঁক।

# প্রতিবাদ

ধনীর প্রাসাদে দামী আসবাবের মতো
পালিত সৌখীন কুকুর
সকালে সন্ধ্যায় মনিবের সঙ্গে নিয়মিত ভ্রমণে বের হয়।
প্রাসাদের সামনে পথের জঞ্জালের পাশে
অনাহারে কিংবা কখনও অর্ধাহারে
মুমূর্ষু হাঁপানী রোগীর মতো ধুঁকতে ধুঁকতে
লম্বা জিহ্বা নাচায় পথের কুকুর ;
নির্জন দুপুরে নির্জীবের মতো ঝিমোয়।

প্রাসাদের কুকুরের দিকে কিন্তু সে পরম কৌতুকে
রোজই তাকিয়ে থাকে, আর ভাবে তার সৌভাগ্যের কথা।
বিলাসী কামরায় বাস। সোহাগের ধন।
অনায়াসে পোষা কুকুর পায় পুষ্টিকর খাদ্য।

তার ভাগ্যে ডাষ্টবিনের ঘৃণ্য কাড়াকাড়ি মারামারি,
তারপর হয়ত কোন দিন সামান্য খাদ্য মেলে।
কুৎসিত অবাঞ্ছিত কুকুরটা অনাদরে বাঁচে ;
পথের ওপর কোনদিন সে নিশ্চয়ই মরে পড়ে থাকবে
অনাহারের যুদ্ধের শেষে পরাজয়ের গ্লানি বুকে নিয়ে।

পথের মানুষের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে,
মানুষে মানুষেও আছে এই পার্থক্য, এই অবিচার।
বস্তুতঃ, মানুষের সমাজেই এমন ব্যবস্থার উৎপত্তি।
একদিকে মানুষেরা বাঁচে। অন্যদিকে মানুষেরাই মরে।

পোষা কুকুর যথাসময়ে তার মনিবের সঙ্গে
আজও বেরিয়েছে দৈনন্দিন ভ্রমণে,
পথের কুকুর তার চিরদুর্বল কণ্ঠকে

হাজার গুণ সবলতর করে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল, 'ঘেউ'!
পোষা কুকুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করে না।

এবার তেড়ে গিয়ে সে ডাকল, 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ'!
বিলাসী কুকুর তার মনিবের গা ঘেঁষে
নিরাপদ আশ্রয় পেতে চাইল।
মনিব তাঁর হাতের বাঁকা ছড়িখানা উঁচিয়ে ধরে
বিরক্তিতে তেড়ে এলেন।

কিন্তু পথের কুকুর বেপরোয়া।
বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে তার চোখে।
শুষ্ক কণ্ঠে 'ঘেউ ঘেউ' আর্তনাদে
মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়ে
সে কামড়ে দিল পোষা কুকুরের তৈলাক্ত ঘাড়ে।
মনিবের বাঁকা ছড়ির নির্দয় আঘাত তার হাড়সর্বস্ব পিঠে
নির্মমভাবে দাগ কেটে দিল।

তবু অনেক দিনের অনেক বঞ্চনার অন্যায়ের বিরুদ্ধে
তার এই অকপট প্রতিবাদ।

## প্রস্তরমূর্তি

ময়দানে সবুজ ঘাসে লৌহ বেষ্টনীতে হে শহীদ, তোমার প্রস্তরমূর্তি
স্মরণ করিয়ে দেয় তোমার শৌর্য বীর্য অনুপম ত্যাগের মহিমা।
তোমার ঐতিহাসিক কীর্তিগাঁথা প্রস্তরে খোদিত তোমার পাদদেশে
তুমি বীর। তুমি যোদ্ধা। তুমি মানব জাতির আদর্শ নেতা।

পথের মানুষেরা তোমার মূর্তির সামনে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে
তোমাকে অভিবাদন করে। বর্ষের বিশিষ্ট দিনগুলিতে
সরকারী অনুষ্ঠানে জনসাধারণ মাল্যদান করে তোমার পাদমূলে।
সংবাদপত্রে চিত্রসহ তার বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশিত হয়।

প্রখর রৌদ্রে প্রবল বর্ষণে দারুণ শীতে, বর্ষের সব ঋতুতে
তুমি স্থির প্রস্তরমূর্তির মতোই দাঁড়িয়ে থাক।
তুমি যে প্রকৃতই প্রস্তরমূর্তি, সে কথা ঠিক তখনই অনুভব করি
যখন দেখি, একটা ক্লান্ত কাক উড়ে এসে বসে
ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত তোমার তেজী ঘোড়ার লেজের ওপর,
আর তোমার প্রশান্ত চোখ দুটো ধূলোর আবরণে ঢেকে যায়।

## নিরুপায়

তোমরা নিশ্চয়ই খবরটা শুনেছ!
কাল রাতে যদু তার বৌ আর ছেলেকে খুন করে,
তারপর নিজে আত্মহত্যা করেছে।
খবরটা কাগজেও বেরিয়েছে।
পুলিশের ছুটোছুটি,
লাসকাটা ঘরে পরীক্ষা নিরীক্ষা,
প্রতিবেশীদের হয়রানি,
পাড়াময় উত্তেজনা জল্পনা কল্পনা আতঙ্ক।

কিন্তু যদু কোনদিনই রেশনের পুরো দাম সংগ্রহ করতে পারে নি,
সে কখনও দিতে পারে নি তার বৌ ছেলেকে
অন্ন বস্ত্র, রোগে ওষুধপথ্য।
বেচারা যদু বড়ই নিরুপায়!

কাল রাতে আকাশে ঘন কালো মেঘের জটলা,
বিষাক্ত ষড়যন্ত্রের সর্বনাশা মন্ত্রে বাতাসের ফিসফিসানি,
ছেলেটা জ্বরে বেহুঁস,
বৌটা খিদের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়েছে;
সারাটা দিন ভিখারীর মতো পথে পথে ঘুরে
সামান্য পয়সাও পায় নি। কেউ দেয় না।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি এল উপহাসের মতোই।
যদুর ছেঁড়া গেঞ্জীর পিঠ ভিজল।
ক্লান্ত। কপালের ঘাম ঝরছে চোখের কোণে।
কান্না নয়। অশ্রু অতীতকালে নিঃশেষিত।

কেরোসিনের অভাবে লণ্ঠন জ্বলে নি।
ঘরখানা অন্ধকারে খাঁ খাঁ করছে

নিঃশব্দ শয়তানির ছলনায়।   মায়া মরীচিকা।
অগত্যা যদু নিদারুণ হতাশায় মেঝেয় বসে পড়েছে।
ছুরিখানা হাতের কাছে কোথা থেকে এল ?
শানিত ছুরির ফলাকা চোখের দৃষ্টির মতো কঠিন।

ঘরের কানাচে তাল গাছের মাথায় ঝড়ের দাপট,
বৃষ্টির ঝাঁক মুহুর্মুহু বর্শার মতো ছুটে আসে,
ঘরের চালের ফুটো থেকে কয়েক ফোঁটা ময়লা জল
যদুর কানের পাশে পড়ল।   বিরক্তি

ঘুম।   এবার শান্তির ঘুম আসুক।
ঝপ ঝপ দুটো কোপ।   রক্তের নদী।
তারপর পরনের কাপড়ের টুকরোটা পাকিয়ে
চালের বাতায় বেঁধে, সে নিজে ঝুলে পড়ল।
সমাপ্তি।
ঝড় এবার থামবে।
বৃষ্টিও নিশ্চয়ই থামবে !

## বিনষ্ট

হৃদ্‌পিণ্ডটা জমাট রক্তের দলা।   কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড।
স্পন্দনহীন হৃদয়।   ক্ষতচিহ্ন বিলুপ্ত।   গতির সহজ অবসান।
উত্তাপহীন বাতাসে রক্তাক্ত রণাঙ্গনে পরিত্যক্ত কোন শব।

বেদনার হিম চিত্র সেই অভিশপ্ত মৃতের সান্ত্বনার মতো
আকাশের ঈশান কোণে কখনও অখ্যাত তারার ছায়ায় ফোটে,
যখন অন্ধ আক্রোশে গুপ্ত ডিনামাইটে স্মৃতির পাহাড় ভাঙা হয়,
আর তার গোত্রহীন বেমানান সর্বনাশা বস্তুর ঢল
দুর্ভাবনার গহ্বরে অনায়াসে হারিয়ে যায় পরম উচ্ছৃঙ্খলতায়,
ছন্নছাড়া জীবনের মতো।   হৃদয়ের মুক্ত আদালতে
অন্তহীন অবসাদে ভগ্ন যূপকাষ্ঠের ফাঁকে নিরুপায়
অপরাহ্নবেলায় ফুঁপিয়ে কাঁদে ম্রিয়মাণ প্রেমের প্রেতমূর্তি।

অপদার্থ অক্ষরে রচিত বিয়োগান্ত কাহিনীর বিস্মৃত পাণ্ডুলিপি
বিনষ্ট।   অপহৃত।   অনিয়ত বিরতির নিঃশব্দ সীমারেখা
তাই অস্পষ্ট রঙে ঢেকে রাখে কালের নিষ্ঠুর প্রহরীরা।

## প্রস্থান

ক্ষেতের কাজে বর্ষায় ভিজে গায়ে কাদা মেখে
জোয়ান চাষী ঘরে ফিরেছে।
গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। কাঁথায় আপাদমস্তক ঢেকে
মাদুরের ওপর শুয়ে পড়েছে। সারা রাত্তিরের মধ্যে
শুধুমাত্র এক বাটি বার্লি পেটে পড়েছে।
অঘোরে ঘুমোচ্ছে। জ্বরে বেহুঁশ।
বৌয়ের চোখের পাতা পড়ে না।
মানুষটার মুখের চেহারা যেন জ্বরের ঘোরে বদলে গেছে।
ডাকলে, সাড়া দেয় না। দরজার কপাটের মতো
প্রশস্ত বুকখানা রোগের আকস্মিক আক্রমণে
অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। শালের খুঁটির মতো
বাহু দুখানাকে বাদুড়ের ডানার মতো গুটিয়ে
শুয়ে আছে যেন জলে ভেজা শুয়োপোকা।
বৌটা শাড়ীর আঁচলে নাক মুখ ঢেকে
ছলছল চোখে ঠাঁয়ে বসে রয়েছে
স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে।

অন্ধকার রাত বাড়ছে। জ্বরও বাড়ছে।
অনন্ত কবিরাজের বাড়ী অনেক দূর।
এত রাত্তিরে ডাকলে বুড়ো সাড়াই দেবে না।
ভালোয় ভালোয় রাতটা পোহালে
যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে
ভাবতে ভাবতে রুগ্ন স্বামীর পায়ের কাছে
মাথাটা রেখে কখন যেন বৌটা ঘুমিয়ে পড়েছে!

শিয়রে ঘটিতে ঢাকা জল।
কেরোসিনের লণ্ঠনটা টিমটিম করে জ্বলছে।
বেড়ার ফাঁক দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে এসে ঢুকছে।

ঘরের কানাচে কলার ঝোপে বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ
ঢিমে তালে টুপটাপ ঝরে পড়ছে।

অনেকক্ষণ আগে রাত ভোর হয়েছে।
বৌয়ের ঘুম ভেঙেছে।
কিন্তু চাষীর ঘুম ভাঙে নি।
তার ঘুম কোনদিনই আর ভাঙবে না।
হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল বৌটা।
কলাঝোপে তখনও কান্নার মতো বৃষ্টির ফোঁটা ঝরছে।

শালের খুঁটির মতো সমর্থ হাত দুখানা
আর তাকে সোহাগ জানাতে পারবে না,
মাঠের ফসল কাটতে পারবে না,
লাঙলের কাস্তের নাগালের বাইরে চলে গেছে।

## সংশোধন

দরিদ্রের ব্যর্থ জন্ম বিধাতারই মারাত্মক ভ্রম।
মৃত্যুর নিশানা আঁকা সংহারের কালো রথে যম
ভ্রম সংশোধনে আসে। কিন্তু তার মাশুলের হার
বিধাতারই দপ্তরে নির্বাচিত গণপুরস্কার।

দরিদ্রের জন্ম মৃত্যু, মূল্যে তার হয় না তো মাপ,
অভিধানে লেখা দেখি, যুগে যুগে ক্লীব অভিশাপ।
কার জন্ম কার মৃত্যু, এ হিসাবে কিবা প্রয়োজন?
যম তার খতিয়ানে লিখে রাখে 'ভ্রম সংশোধন'।

## বিবৃতি

আমি কিছু বলতে চাই ; তোমার কথা আমার কথা,
আমাদের সকলের সমাজ সংসারের কথা। সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে
অহঙ্কারী জীবনের পরম ব্যর্থতার গাঁথা, বিকৃত সমাজের
অপূর্ণ প্রবৃত্তির অসম্পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনার বার্তা।

আমরা গ্রহ উপগ্রহের মতো আপন আপন গতিপথে
আহ্নিক গতির বার্ষিক গতির মহড়া দিয়ে আয়ুর তহবিল
ক্রমে শূন্য করে আনি। আমরা প্রতেকটি আলাদা মানুষ,
সমাজের গ্রামে শহরে আলাদা এক একটি দুর্গের মতো
পাশাপাশি আমাদের অনিশ্চিত অবস্থান। নদীর ধারার
শুষ্ক রেখায় উপস্থিতির চিহ্ন নিতান্তই ক্ষীণতর। প্রায় শূন্য।

আমাদের অপহৃত অন্তরাত্মা নিরুপায়। প্রেতের দেহে
ক্যালেণ্ডারের পাতায় আয়ুর হিসেব রাখি। ক্রীতদাসের জীবনে
একান্ত অভ্যস্ত এই শতাব্দীর যত মধ্যবিত্ত, দরিদ্র। তোমরা। আমরা
সমাজের ইমারতের ছোট বড় স্তম্ভ। দীর্ণ বক্ষে ঝিমুনির ঘোরে
রুটি মেলে না। ইট পাথর সিমেণ্ট দেখেছি। দেখেছি গৃহ।
এই দেহ রক্ত মাংসের গৃহ অনাদরে অসম্মানে ভগ্নপ্রায়।

সংসারের রঙ্গমঞ্চে স্বামী স্ত্রী ভ্রাতা ভগ্নী মগ্ন অভিনয়ে,
আপন ভূমিকাটুকু স্বভাবতঃ শেষ করে সাজঘরে ঢোকে।
পরস্পরে পরিচিত সহযাত্রী ; প্রয়োজনের সীমানার মাঝে
পরিমিত বাক্যালাপ কাষ্ঠ হাসি আদান প্রদানের পালা শেষে
খাঁচার কপাট বন্ধ। রাজনীতির নামে হুজুক। দেশপ্রেমে ভণ্ডামি!
স্বার্থসিদ্ধির সংগ্রাম। সুখের সংজ্ঞা দৈনন্দিন অভিধানে খুঁজি।

নিম্ন মধ্যবিত্তের স্তরে দরিদ্রের পা রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা।
নিম্ন থেকে উচ্চতর স্তর মধ্যবিত্তের কাম্য। তারপর আরও উচ্চে

ধনীর সোপানে গতি যত্নবান শ্রমে কৌশলে। আচারে পোষাকে
অস্বাভাবিক। ছেলেরা মিশনারী স্কুলে ভর্তি হয়। বৌয়েরা মোটরে চড়ে,
পার্টিতে যায়। শহরের হোটেলে বসে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত
মদের গেলাসে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ মিথ্যে প্রমাণিত ফানুষের গতিতে।

তবুও গ্রামের গরীব চাষী অধিক ফলনের আশা রাখে।
মজুরের দৃষ্টি বোনাস, ওভারটাইমের বিলে। কেরানীরা পরিমিত
বাড়তি বেতনহারে উৎসাহী। শ্রমিকের জন্যে দৈনন্দিন অন্নবস্ত্রটুকু।
চাহিদার তারতম্য প্রাপ্তির তুলনামূলক বিচারে সীমাবদ্ধ।

## সেই লোকটি

সেই লোকটি ছিন্ন পোষাকে পথের ধারে
গাছের তলায় চুপ করে বসে থাকে। ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা।
পথের ছেলেরা তাকে ঢিল ছোঁড়ে, উপহাস করে।
সে মাঝে মাঝে শুধু একটি কথা বলে, 'ঝড় আসবে' !

তার কথায় কেউ কান দেয় না। যে যার কাজে যায়।
কেউ ভাবে, লোকটি পাগল। দয়া করে ভিক্ষের পয়সা দেয়।
সে তখন মিটিমিটি হাসে আর বলে, 'ঝড় আসবে' !
তারপর কখনও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে চলে যায়।

কত দিন হয়ে গেল। সেই লোকটিকে আর দেখা যায় না।
কিন্তু সত্যিই ঝড় এল। দেশ জুড়ে বিপ্লবের ঝড়।
যুদ্ধের ঝড়। মহামারী দুর্ভিক্ষের ঝড়। সংগঠনের ঝড়।
সেই প্রবল ঝড়ের তাণ্ডবলীলার চিহ্ন এখনও মিলিয়ে যায় নি।

উত্থান পতনে নগর ধ্বংস, রাজপথ ভগ্ন, সমাজ বিধ্বস্ত।
মানুষের জীবনের রূপ বদলের পালা চলে। এ ঝড় কবে থামবে ?

## পলাতক

আজ বুঝি চুপি চুপি হলে পলাতক,
খুলে গেছে তোমাদের রঙিন নির্মোক।
এখানের স্পর্শটুকু নিতান্ত মামুলি,
ওখানের খণ্ড খণ্ড ইতিহাসে ভরে ওঠা ঝুলি
নিঃশেষ করেছি।  তাই আর কোন ঠাঁই
পরখের প্রবৃত্তি নাই।
অনেক চেয়েছি স্বাদ সকালে সন্ধ্যায়,
এবার বিদায়!

তোমাদের চিনেছি সবই,
তোমরা মুখর আর আমি মূক কবি
নিশিদিন অতৃপ্তির গান রচি বসে,
মেরুদণ্ড হৃদপিণ্ড ক্রমে যায় ধ্বসে।

তাই আজ দেয়ালে দেয়ালে
কালো কালো ইস্তাহার লাগাই খেয়ালে।

# মাটি ও মানুষ

আমার দেশের কালো মানুষেরা ভালো,
হোক তারা যত কালো।
আমার দেশের মিঠে মাটি কাদা জল,
তারা ভাল উর্বর আর সুশীতল।

বর্ষায় মাটি পেলব কোমল মায়ের মমতাসম,
গ্রীষ্মে কঠিন বজ্রের মতো নিষ্ঠুর রূঢ় যম।
আমার দেশের মাটি ও মানুষে মিল,
তাদের মনের দুয়ারে নেই তো খিল!

## মৃত্যু

নদীর তীরে ওই ডালিম গাছের ধারে
ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে বাঁশের বেড়ার ফাঁকে
সেদিন সহসা সূর্যের আলো এসে পড়েছিল,
যেদিন জন্ম নিয়েছিল একটি প্রাণ
নিষ্কৃত্রিম আর্তনাদে সরবে শঙ্খ রবে।

তারপর কত কাল পার হয়ে গেছে
সেই শিশুর কৈশোর যৌবন স্মৃতি বুকে নিয়ে ;
সেই কুঁড়ে ঘরে যে প্রাণের জন্ম হল,
আজ সে যেন বেঁচে রইল অন্য নামে অন্য পরিচয়ে।
কবে তার তথাকথিত মৃত্যু ঘটেছে ইঁট পাথরের ঘরে,
সে কথা ওই ডালিম গাছ আর বলতে পারবে না ;
কোন প্রমাণও নেই কুঁড়ে ঘরের বাঁশের বেড়ার ফাঁকে,
যেখানে সূর্যের আলো আজ পথ হারিয়েছে।

আজ মনে হয়, ওই কুঁড়ে ঘর আর ডালিম গাছটা
অতল পাতালে তলিয়ে গেছে নদীর ভাঙাগড়ার খেয়ালী খেলায়।
প্রভাতের শেষে প্রখর রৌদ্রের তাপে
শিশির বিন্দু যখন বাষ্প হল, আর
ডালিমের রাঙা রঙ ফিকে হল, কিংবা
মাটির বুকে নিরস ইট কাঠ ধাতু তপ্ত হল,
তখন পুনর্জন্মের ধূসর খোলস নিয়ে কঠিন বর্মে আবৃত
কাচঘরের মতো নিদারুণ নির্মম পৃথিবীর মুখোমুখি
দৃপ্ত ভঙ্গিমায় সে দাঁড়ালে, তাকে আদৌ চেনা যায় না।
রঙ করা কাঠপুতলি বিদূষকের পোষাকে বেমানান,
বেকুবের ভূমিকা নিয়ে সে বেঁচে আছে
তোমাদেরই কাছে কাছে, যেখানে চিরমৃত্যু ঘটেছে
তার যত্নলালিত কুশপুত্তলিকার দরিদ্র জন্মস্মৃতির।

## গরীয়সী

যুগ যুগ ধরে কত মণি মুক্তা রত্ন
এই দেশের মাটিতে ছড়ানো রয়েছে, তার হিসেব নেই !
এমন সোনার দেশ আর কোথাও আছে কিনা,
আমার জানা নেই ।

সমুদ্রে অরণ্যে পাহাড়ে মাটিতে খনিতে সমৃদ্ধ
এই সোনা দেশের ধনী মেরুদণ্ডের বনেদি রূপরেখা
সারা পৃথিবীর বিস্মিত চোখে কী অদ্ভুত, কী সুন্দর !
আকাশে আকাশে নীলিমার স্নেহের আভাস
বাতাসে বাতাসে মুক্তিগানের আনন্দোচ্ছ্বাস
জীবনের অন্তস্তলে আনে সূর্যালোকের আশীর্বাদের ফোয়ারা ।
এমন সোনার দেশ আর কোথাও আছে কিনা,
আমার জানা নেই ।

এই মাটি দিয়েছে আমায় পা রাখবার স্থান,
এই মাটি দিয়েছে আমার ক্ষুধায় অন্ন জল,
এই মাটির বুকে জন্মেছি বেঁচেছি বেড়েছি ;
এই মাটিই আমার জীবনে স্বর্গাদপি গরীয়সী !
আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধনদৌলতের অফুরন্ত ভাণ্ডার,
আমার রাজকোষের সব হীরে পান্না জহরত,
আর আমার এই জীবন্ত প্রাণটার সব কটা টুকরো
এখানে এই মাটির বুকেই আমি কুড়িয়ে পেয়েছি ।
এমন সোনার দেশ আর কোথাও আছে কিনা,
আমার জানা নেই ।

## প্রণাম

এ মুগ্ধ হৃদয়ের একটি প্রণাম,
হে মাটি, তোমার ওই পায়ে রাখলাম।